সমকাল

ক্যা|ম্পা|স|সং|বা|দ

ঢাবির শহীদুল্লাহ্ হল প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৯ শিক্ষার্থী

ক্যাম্পাস ডেস্ক

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হলের ৮ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী ছয়জন এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী দুইজন মেধাবী শিক্ষার্থী প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। এ ছাড়া খেলাধুলায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখায় একজন শিক্ষার্থীকে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। সম্প্রতি হল মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাবেদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক, আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সমকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় রোববার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আয়োজিত বর্ষা উৎসবে নৃত্য পরিবেশন। অনুষ্ঠান ঘিরে আষাঢ়ের প্রথম দিনে তৈরি হয় বর্ষামুখর ক্যানভাস ● সমকাল

বকুলতলায় বৃষ্টির সুর

■ সমকাল প্রতিবেদক

নীল-সাদা পোশাকে সজ্জিত নানা বয়সী মানুষ এসে জড়ো হতে থাকেন। যেন শহরের হৃদয়ে নেমে আসে গ্রামবাংলার ঘ্রাণ। মেঘলা আকাশের নিচে কণ্ঠে সুর, পায়ে তাল, কল্পনায় বর্ষার রূপই দেখা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় গতকাল রোববার এভাবে উদযাপিত হলো 'বর্ষা উৎসব ১৪৩২'।

বর্ষা উৎসব উদযাপন পরিষদের আয়োজনে আষাঢ়ের প্রথম দিনে রাগ, রস ও রং মিলে তৈরি হয় এক বর্ষামুখর ক্যানভাস। এবারের আয়োজনে সহযোগিতায় ছিল সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়। সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন নবীন সংগীতশিল্পী সোহানী মজুমদার। সেতারের কোমল তারে বেজে ওঠে রাগ 'আহীর ভৈরব'। রাগভিত্তিক এ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে মিলে যায় প্রাচ্যের সংগীত ঐতিহ্য ও বর্ষার আধ্যাত্মিকতা। সেই মুহূর্তে বকুলতলায় যেন ভেসে বেড়ায় বৃষ্টির সুর আর আকাশের নরম আলো।

'বর্ষাকথন' পর্বে বর্ষার ভাবনা, পরিবেশ ও সময়ের প্রেক্ষাপটে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ গণসংগীত সমন্বয় পরিষদের সভাপতি শিল্পী কাজী মিজানুর রহমান। ঘোষণা পাঠ করেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী সুইট এবং সভাপতিত্ব করেন লেখক ও গবেষক অধ্যাপক নিগার চৌধুরী। সঞ্চালনা করেন সংস্কৃতিকর্মী নুসরাত ইয়াসমিন রুম্পা।

ঘোষণাপত্র পাঠে জানানো হয়, ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশে আজ ঋতুচক্রে দেখা দিচ্ছে অসামঞ্জস্য। গ্রীষ্ম হয়ে উঠছে খরতর, বর্ষা রুষ্ট, বসন্ত ক্ষীয়মাণ। এই পরিবর্তনের মূলে মানুষের সীমাহীন ভোগবাদী আচরণ, প্রকৃতির ওপর অনবরত অনাচার। ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত, সমুদ্রজল স্ফীত, ওজোনস্তর ক্ষতিগ্রস্ত– প্রকৃতি আজ সংকটে।

এ প্রসঙ্গে মানজার চৌধুরী সুইট সমকালকে বলেন, এ উৎসব শহরে জীবনে আমরা প্রায় ১৮ বছর ধরে পালন করে আসছি। উৎসবের শিকড় নিহিত রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল'-এ। আমরা তারই উত্তরসূরি হয়ে আষাঢ়ের প্রথম দিনটিকে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিই। এতে শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য নয়, বরং তার সংকটও তুলে ধরা হয়।

বর্ষা মানে নতুন জন্মের বারতা। সেই বারতা ছড়িয়ে দিতে উৎসবে প্রতীকীভাবে শিশু-কিশোরের হাতে তুলে দেওয়া হয় বনজ, ফলদ ও ঔষধি গাছের চারা। এই চারাগুলো শুধু বৃক্ষ নয়, বরং হয়ে উঠেছে সবুজ ভবিষ্যতের আশ্বাস।

উৎসবে একক সংগীত পরিবেশন করেন ইয়াসমিন মুশতারী, সালাউদ্দিন আহমেদ, বিজন চন্দ্র মিস্ত্রী ও নবনীতা জাইদ চৌধুরী অনন্যা। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন অণিমা রায়, শামা রহমান, মকবুল হোসেন ও ফেরদৌসী কাকলি। লোকসংগীত পরিবেশন করেন বিমান চন্দ্র বিশ্বাস, শ্রাবণী গুহ রায় ও এসএম মেজবাহ। আধুনিক গান গাইতে মঞ্চে ওঠেন রত্না সরকার।

দলীয় সংগীতে অংশ নেয় সীমান্ত খেলাঘর আসর (শিশু-কিশোর), সুর বিহার, বহ্নিশিখা, সুর নন্দন এবং সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী। আবৃত্তি করেন নায়লা তারান্নুম চৌধুরী কাকলি ও আসান উল্লাহ তমাল। শিল্পবৃত্ত শিশু-কিশোর দল পরিবেশন করে আবৃত্তি ও নৃত্য কোলাজ। নৃত্য পরিবেশনায় অংশ নেয় ধৃতি নর্তনালয়, নৃত্যাক্ষ, স্পন্দন, বেনুকা ললিতকলা কেন্দ্র, সিনথিয়া একাডেমি অব আর্টস ও নৃত্যম।

এদিকে বাংলাদেশে প্রচলিত উন্নয়ন দর্শনকে অমানবিক ও প্রকৃতিবিরোধী আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর বর্ষা উৎসবে। রোববার সকালে বাংলা একাডেমির নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত 'বর্ষাকথন' পর্বে বক্তারা বলেন, গাছ, পাখি, বন্যপ্রাণীসহ অন্যান্য জীবের অধিকারের স্বীকৃতি ছাড়া কোনো উন্নয়নই প্রকৃত উন্নয়ন নয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদীচীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাবিবুল আলম। মূল কথক ছিলেন 'বাংলাদেশ গাছরক্ষা আন্দোলন'-এর সমন্বয়ক আমিরুল রাজিব।

প্রথম আলো

বর্ষা উৎসবে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। গতকাল সকালে রাজধানীর বাংলা একাডেমির নজরুল মঞ্চে। ছবি : প্রথম আলো

নাচ-গান-আবৃত্তিতে চারুকলায় বর্ষাবরণ

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাস নিয়ে চিরায়ত বর্ষাকাল। গতকাল রোববার বর্ষাকাল শুরু হয়েছে। এই ঋতুর প্রথম দিনটিকে নাচ-গান-আবৃত্তিতে বরণ করে নেওয়া হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় আজ সকালে 'বর্ষা উৎসব ১৪৩২' আয়োজন করা হয়। আয়োজক বর্ষা উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদ।

সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে শিল্পী সোহানী মজুমদারের সেতারবাদনে 'আহির ভৈরব' রাগ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বর্ষা নিয়ে সংগীত পরিবেশন করেন বিভিন্ন শিল্পী। ইয়াসমিন মুশতারি 'রিম ঝিম ঘন ঘন রে বরষে', সালাউদ্দিন আহমেদ 'বরষা ঐ এলো বরষা', বিজন চন্দ্র মিস্ত্রী 'শাওন আসিল ফিরে সে ফিরে এল না', নবনীতা জাইদ চৌধুরী 'শ্যামা-তন্বী আমি মেঘ-বরণা', অনিমা রায় 'বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান', শামা রহমান 'মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে', মকবুল হোসেন 'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে' এবং ফেরদৌসী কাকলি 'গহন রাতে শ্রাবণধারা পড়িছে ঝরে' পরিবেশন করেন।

বিমান চন্দ্র বিশ্বাস 'আষাঢ় মাইস্যা ভাসা পানিরে' লোকসংগীত গেয়ে শোনান। শ্রাবণী গুহ রায় বিখ্যাত 'কে যাস রে ভাটির গাঙ বাইয়া' গানটি করেন। আবৃত্তি করেন নায়লা তাবাননুম চৌধুরী কাকলি, আহসান উল্লাহ তমাল। আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্যের কোলাজ পরিবেশন করে শিল্পবৃত্ত। বর্ষা উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী সুইট ঘোষণা পড়েন।

অনুষ্ঠানে ধরিত্রীকে সবুজ করার লক্ষ্যে প্রতীকীভাবে শিশু-কিশোরদের মধ্যে বনজ, ফলদ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

যুগান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার বকুলতলায় রোববার বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানে শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশনা যুগান্তর

বর্ষা উৎসবে মুক্তির আবাহন

যুগান্তর প্রতিবেদন

বর্ষা মানে প্রকৃতি, বর্ষা মানেই প্রাণ। মানবমুক্তির পথ অন্বেষণের আবাহনে বর্ষার প্রথম দিনে উদ্‌যাপিত হলো বর্ষা উৎসব। কথা, সুর, গান আর নৃত্যে জেগে উঠল নগরবাসী। রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বর্ষা উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদের আয়োজনে এ উৎসব হয়। চারুকলার বকুলতলায় সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে শিল্পী সোহানী মজুমদার সেতারে রাগ 'আহীর ভৈরব' পরিবেশনায় সূচনা হয় বর্ষা উৎসবের।

উৎসবে একক গান পর্বে ইয়াসমিন মুশতারী শোনান কবি নজরুলের 'রিমঝিম ঘন ঘন রে বরষে'; সালাউদ্দিন আহমেদ শোনান 'বরষা এলো ঐ বরষা'; বিজন চন্দ্র মিস্ত্রী শোনান 'শাওন আসিল ফিরে সে ফিরে এলো না', নবনীতা জাইদ চৌধুরী পরিবেশন করেন 'শ্যামা তব্বী আমি মেঘ বরনা।' শিল্পী শামা রহমান শোনান 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার পরে আসে'; অনিমা রায় শোনান 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল'; মকবুল হোসেন শোনান 'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে'; ফেরদৌসী কাকলি শোনান 'গহন রাতে শ্রাবণ ধারা'। বিমান চন্দ্র বিশ্বাস শোনান 'আষাঢ় মাইস্যা ভাসা পানিরে', শ্রাবণী গুহ রায় শোনান 'কে যাসরে ভাটি গাঙ্গ বাইয়া', রত্না সরকার শোনান 'আমি বৃষ্টিতে ভেজা রজনীগন্ধা।'

আবৃত্তি পর্বে নায়লা তাবাননুম চৌধুরী কাকলি পাঠ করেন কবি জয় গোস্বামীর 'মেঘ বালিকার জন্য রূপকথা', আহসান উল্লাহ তমাল পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী'।

শিশু-কিশোর সংগঠন শিল্পবৃত্তের খুদে সদস্যরা দলীয় আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্য কোলাজ নিয়ে মঞ্চে আসে। বর্ষা উৎসবে দলীয় সংগীত পরিবেশন করেন সুর বিহার, বহ্নিশিখা, সুর নন্দন, সত্যেন সেন শিল্পী গোষ্ঠী। দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন নৃত্যম, স্পন্দন, নৃত্যাক্ষ, ধৃতি নর্তনালয়, বেনুকা ললিতকলা কেন্দ্র, সিনথিয়া একাডেমি অফ আর্টস-এর শিল্পীরা।

অনুষ্ঠানের শেষভাগে বর্ষা কথন পর্বে অংশ নেন বাংলাদেশ গণসংগীত সমন্বয় পরিষদের সভাপতি কাজী মিজানুর রহমান। লেখক ও গবেষক অধ্যাপক ড. নিগার চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই আয়োজনে বর্ষা কথন পাঠ করেন বর্ষা উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী। বর্ষা কথনে তিনি বলেন, প্রকৃতির ওপর মানুষের সীমাহীন অনাচার জন্ম দিয়েছে বিশ্বজনীন সংকটের। ভূপৃষ্ঠ হয়েছে তপ্ততর, সমুদ্রজল স্ফীত, ওজন বলয় ক্ষতিগ্রস্ত। আধুনিক জীবনযাত্রা গড়ে তুলছে অপচয়ের পাহাড়, মাটি খুঁড়ে প্রকৃতির সম্পদ গোগ্রাসে গিলছে মানুষ, প্রয়োজনের সীমানা-ছাপানো অপ্রয়োজনের ভারে পিষ্ট ও বিপন্ন আজকের পৃথিবী।

> প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংসের প্রক্রিয়া বন্ধের দাবি

মানজার চৌধুরী বলেন, গীতি-কবিতা-নৃত্য ছন্দে বর্ষা বন্দনায় সংস্কৃতিকর্মীরা আজ মিলিত হয়েছেন প্রকৃতির সঙ্গে মানব মিলনের প্রত্যয় নিয়ে। তিনি বলেন, সভ্যতার দম্ভ ও প্রকৃতির ঔদার্যের মধ্যে বৈরিতা মানব-অস্তিত্বের জন্য তৈরি করছে হুমকি। প্রকৃতি আজ মানবের কাছে দাবি করছে সংবেদনশীলতা ও সহমর্মিতা, জীবনযাপন ও প্রকৃতির মধ্যে সমঝোতা তৈরি ছাড়া মানবের মুক্তির ভিন্ন পথ নেই। বর্ষা কথন শেষে শিশু-কিশোরদের মধ্যে বনজ, ফলদ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করেন সংস্কৃতিকর্মীরা।

■ পৃষ্ঠা ৬ : কলাম ৩

বর্ষা উৎসবে মুক্তির আবাহন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংসের প্রক্রিয়া বন্ধের দাবি : উন্নয়নের নামে চলমান প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংসের প্রক্রিয়া বন্ধের দাবি এসেছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর (একাংশ) বর্ষা উৎসবের আয়োজনে। রোববার সকাল সাড়ে ৭টায় বাংলা একাডেমির নজরুল মঞ্চে সুর-সংগীতে প্রকৃতি-বন্দনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় উৎসবের কর্মসূচি।

বর্ষা কথন, গান, নৃত্যে সাজানো হয় এই অনুষ্ঠান। এতে উদীচীর নিজস্ব শিল্পীদের বিভিন্ন পরিবেশনার পাশাপাশি অতিথি শিল্পী হিসাবে অংশ নিয়েছেন বিজন চন্দ্র মিস্ত্রি, মহাদেব ঘোষ, প্রিয়াঙ্কা গোপ, তুহিন কান্তি দাস, চম্পাবতী এন মারাক। দলনেতা মুসা কলিমের নেতৃত্বে সংগীত পরিবেশন করে সংগীত সংগঠন মাভৈঃ। দলীয় নৃত্য পরিবেশন করে স্পন্দন। দলীয় আবৃত্তি পরিবেশন করে কারুপিঠ।

পরে উদীচীর (একাংশ) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাবিবুল আলমের সভাপতিত্বে বর্ষা কথনে অংশ নেন পান্থকুঞ্জ রক্ষা আন্দোলনের প্রধান সংগঠক আমিরুল রাজিব। আলোচক ছিলেন উদীচীর সাধারণ সম্পাদক জামসেদ আনোয়ার তপন।